ইউনিট ১০

ধর্মীয় ভাষাজ্ঞান: সংস্কৃত ভাষা

ভূমিকা

সনাতন ধর্ম বা হিন্দুধর্মের প্রাচীনকালের গ্রন্থসমূহ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। মধ্যযুগ থেকে কিছু ধর্মগ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচিত ও অনূদিত হয়েছে। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ সমূহ, গীতা প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। স্বব স্তোত্র পাঠ এবং পূজা অর্চনাদির মন্ত্রসমূহ সংস্কৃত ভাষাতেই আবৃত্তি বা পাঠ করা হয়। সুতরাং হিন্দুধর্ম চর্চা ও চর্যার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান অত্যাবশ্যক। সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের অধিকাংশ দেবনাগরী বর্ণমালায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অবশ্য বাংলা লিপিতেও সংস্কৃত লেখা হয়েছে। তবুও যেহেতু অধিকাংশ গ্রন্থ দেবনাগরী বর্ণমালায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে, সে কারণে দেবনাগরী বর্ণমালা ও সংস্কৃত ভাষার সাধারণ জ্ঞান থাকা ভাল।

এ ইউনিটের তিনটি পাঠে সংস্কৃত ভাষা, দেবনাগরী বর্ণমালা পরিচিতি এবং সংস্কৃত দেবনাগরী বর্ণমালা পরিচিতি এবং সংস্কৃত ভাষায় সরল বাক্য প্রয়োগ- এই তিনটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটটিকে মোট তিনটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ১০.১: সংস্কৃত ভাষা

পাঠ- ১০.২: দেবনাগরী বর্ণমালা পরিচিতি

পাঠ- ১০.৩: সংস্কৃত ভাষায় সরল বাক্য প্রয়োগ

পাঠ ১০.১ সংস্কৃত ভাষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- সংস্কৃত ভাষা যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী নামক মূল ভাষা গোষ্ঠী থেকে সৃষ্ট, তা বলতে পারবেন।
- সংস্কৃত ভাষা যে সরাসরি ভারতীয় আর্যভাষা থেকে উদ্ভূত তা বলতে পারবেন।
- বৈদিক ভাষা বলতে কোন ভাষাকে বোঝায় তা বলতে পারবেন।
- সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ভাষারীতির সাহিত্যিক বা লেখ্য এবং কথ্য এই দুই প্রধান রূপ আছে তা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

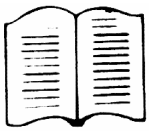

ভাষা নদীর মতো উৎস থেকে ক্রমাগত এগিয়ে চলে। চলার পথে তা আবার নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে এগিয়ে যায়। একটি মূল ভাষা থেকে সৃষ্ট হয় আরও অনেক ভাষা। এভাবে চলতে চলতে ভাষার রূপান্তর ও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। সংস্কৃত ভাষাও একটি মূলভাষাগোষ্ঠী থেকে এর চলার পথেকার একটি পরিবর্তিত রূপ। সে মূল ভাষাগোষ্ঠীর নাম ইন্দোইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী।

এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর একটি প্রধান শাখা ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠী। ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠী কালক্রমে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে- ১. ইরানীয় ভাষা ২. ভারতীয় আর্য ভাষা। ভারতীয় আর্য ভাষার বিকাশের তিনটি স্তর পাওয়া যায় (ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা। (খ) মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা ও (গ) আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার সময়কাল ১৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত বলে পণ্ডিতেরা নির্ধারণ করেছেন।

আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে আর্যভাষাভাষী একটি জনগোষ্ঠী ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। তাদের ভাষার সাথে স্থানীয় ভাষার শব্দও মেশে।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষাতেই আমরা বৈদিক সাহিত্য পাচ্ছি। অন্য কথায়, বৈদিক সাহিত্যই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার একমাত্র নিদর্শন।

পরবর্তী আলোচনায় যাওয়ার আগে এখানে একটি কথা বলে নিতে চাই। তা হল, ভাষারীতির কথা। আমরা যে ভাষায় কথা বলি, ঠিক সেই ভাষার মধ্যে আসে একটি আনুষ্ঠানিকতা, আসে অলংকার, ছন্দ- থাকে শব্দ চয়নের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এক কথায়, অলংকৃত ও ছন্দোবদ্ধ সাহিত্যের ভাষা কিছুটা কৃত্রিম বা সাজানো- বানানো এবং বিশেষ শৈলীনির্ভর হয়ে ওঠে। একে বলা হয় সাহিত্যিক ভাষা। যখন থেকে বর্ণমালার আবিষ্কার হয়েছে, মানুষ লিখতে শিখেছেম, এখন থেকে সাহিত্যিক ভাষা লেখা রূপ পেয়েছে। এদিক থেকে ভাষারীতির দুটি রূপ পাচ্ছি (ক) কথ্য রীতি ও (খ) সাহিত্যিক বা লেখ্য রীতি।

মায়ের মুখ থেকে শেখা বুলি দিয়ে আমরা আগে ভাবের আদান-প্রদান শুরু করি। একেই বলে কথ্য ভাষা। কথ্য ভাষা কাজের ভাষা, দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষা। কথ্য ভাষার আবার দুটি রূপ দেখা দিতে পারে, যদি স্থান ও কালের ব্যবধানে একটি ভাষা একাধিক উপ ভাষায় রূপান্তরিত হয়। সে-দুটি রূপের একটি হচ্ছে ভাষা থেকে জাত বিভিন্ন উপ ভাষা- ভিত্তিক **আঞ্চলিক কথ্য রীতি**। আরেকটি **মান কথ্য** বা **প্রমিত কথ্য রীতি**- যা বিভিন্ন উপভাষাভাষী বা আঞ্চলিক কথ্য রীতির ব্যবহারকারী জনগণ একটি সাধারণ ভাষারীতি হিসেবে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহার করে। মোট কথা কথ্য ভাষারীতি দুটি:

(ক) আঞ্চলিক কথ্য বা উপ ভাষা রীতি।
(খ) মান কথ্য বা প্রমিত কথ্য রীতি।

এবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফেরা যাক। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার ক্ষেত্রে আমরা দুটি ভাষারীতি লক্ষ্য করি:

১. **প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্য রীতি**- যে ভাষা তখনকার ভারতীয় আর্য ভাষা-ভাষীরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করত।

২. **প্রাচীন ভারতীয় আর্য সাহিত্যিক রীতি**- বেদে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। বেদে ব্যবহৃত হয়েছে বলে এর প্রচলিত নাম বৈদিক ভাষা। ছন্দোবদ্ধ বলে একে 'ছান্দস্' বলা হয়। আবার বোঝার সুবিধের জন্য একে বৈদিক-সংস্কৃত বলা হয়।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্য ভাষা ব্যবহারে কাল ও স্থানের পরিবর্তনে বেশ কয়েকটি রূপ লাভ করে। এদেরকে এক কথায় বলা হয় **মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা**। প্রকৃতি থেকে জাত বা স্বাভাবিক বুলি বলে একে **প্রাকৃত** ও বলা হয়। অঞ্চলের নামানুসারে প্রাকৃত ভাষাগুলো বা মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা গুলোর নামকরণ করা হয়েছে। যেমন, মহারাষ্ট্রে মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত, মগধে মাগধী প্রাকৃত; গৌড়ে গৌড়ী প্রাকৃত শূরসেনে শৌরসেনী প্রাকৃত ইত্যাদি।

এ কালেও আমরা ভাষারীতির প্রধান দুটি রূপের পরিচয় পাই। কথ্য রীতি হিসেবে বিভিন্ন কথ্য প্রাকৃত। কথ্য প্রাকৃত থেকে মান কথ্য **পালি**। পাশাপাশি গড়ে ওঠে **সাহিত্যিক পালি** ও **সাহিত্যিক প্রাকৃত**। পালি ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থাবলি 'ত্রিপিটক' রচিত।

সংস্কৃত নাটকগুলো বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে ও গানে বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃত ভাষার পরিচয় মেলে।

সময় কালের দিক থেকে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা বা প্রাকৃত ভাষার কালকে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কালের বলে নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার উদ্ভব ঘটার পর প্রারম্ভিক কালে মান কথ্য ও সাহিত্যিক ভাষা রূপে সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব ঘটে। অনেকে বলেন প্রকৃতিগত ভাবে শেখা বুলি বলে সাধারণ কথ্য ভাষা **প্রাকৃত** আর সংস্কার করে সার্বজনবোধ্য, শিষ্ট প্রমিত বা মান রূপ প্রদান করা হল বলে সেই প্রমিত বা মান রূপের নামকরণ করা হয় **'সংস্কৃত'**। মুখের বুলি বা কথ্য প্রাকৃতকে শুধু 'ভাষা' বলেও সংস্কৃত-পন্ডিতেরা অভিহিত করেছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় আর্য ভাষার মধ্যস্তরের আদি পর্বে প্রাকৃত ভাষাগুলোর (আঞ্চলিক বা উপভাষাগুলোর) সৃষ্টির পর পরই মান কথ্য এবং একই সাথে সাহিত্যিক বা লেখ্য ভাষা রূপে সংস্কৃতের উদ্ভব ঘটেছে।

ভাষারীতির পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ বৈদিক ভাষাকে সংস্কৃতের সাথে মিশিয়ে সংস্কৃত ভাষাই বলে থাকেন। তবে বেদের ভাষাকে বলেন 'বৈদিক সংস্কৃত' এবং বেদ পরবর্তী কালের সংস্কৃতকে বলেন লৌকিক সংস্কৃত।

মধ্য ভারতীয় আর্য কথ্য ভাষা ৬০০ খ্রিস্টাব্দের পরে আবার রূপান্তর লাভ করল। এ স্তরের ভাষাকে বলা হয় **আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা**। একেকটি প্রাকৃত থেকে একেকটি আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা এসেছে। যেমন মহারাষ্ট্রী থেকে মারাঠী, মাগধী বা গৌড়ী প্রাকৃত থেকে বাংলা ইত্যাদি।

স্থান ও কালের ব্যবধানে কথ্য সংস্কৃতের ব্যবহার কমে আসে, স্বাভাবিক ভাবেই নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষা বা কথ্য প্রাকৃত ব্যবহার বেড়ে যায়। কিন্তু সাধারণ সাহিত্যিক ভাষা, ধর্ম ও জ্ঞান চর্চার ভাষা এবং ক্ষেত্র বিশেষে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সংস্কৃত ভাষা সগৌরবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

ভাষা কথ্যরীতির পরিবর্তন সাহিত্য রীতিকেও প্রভাবিত করে। সংস্কৃত ভাষাও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে এ পরিবর্তনের গতি খুবই মন্থর।

বেদ পাঠের জন্য বৈদিক সংস্কৃত এবং উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার জন্য সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান অপরিহার্য।

সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণগ্রন্থ পাঠ করা প্রয়োজন। সংস্কৃত রচনা এবং সংস্কৃত থেকে বাংলায়, বাংলা থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ করা, অনুচ্ছেদ রচনা প্রভৃতি বিষয়েও গ্রন্থাদি আছে। সেগুলো সংগ্রহ করে, পাঠ করলে সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান লাভ করা যাবে।

সারাংশ

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর অন্যতম শাখা হচ্ছে ভারতীয় আর্যভাষা। ভারতীয় আর্য ভাষার বিকাশের তিনটি স্তর রয়েছে। যথা, (১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা, (২) মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা এবং (৩) আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার একটি সাহিত্যিক রূপ বৈদিক ভাষা। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা মহারাষ্ট্রী শৌরসেনী মাগধী, গৌড়ী প্রভৃতি কয়েকটি শাখা রয়েছে। এ পর্যায়ে প্রমিত কথ্য ও সাহিত্যিক ভাষারূপে সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার আদি স্তরে পালি নামক একটি মানকথ্য ও সাহিত্যিক ভাষারও উদ্ভব ঘটে। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষাগুলোর অপর নাম প্রাকৃত। প্রাকৃত ভাষাগুলো পরিবর্তিত হয়ে বাংলা, অহমীয়া, ওড়িয়া, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষার জন্ম হয়।

বৈদিক ভাষাকে বৈদিক সংস্কৃতও বলা হয়। আর বেদ পরবর্তী সংস্কৃত ভাষাকে বলা হয়। লৌকিক সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত ভাষার ও ধীরে পরিবর্তন ঘটেছে, তবে তার গতি খুব মন্থর এবং পরিবর্তনের পরিমাণও খুব বেশি নয়। বেদ পাঠের জন্য বৈদিক সংস্কৃত এবং রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, গীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের জন্য সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান অপরিহার্য। সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণ ও রচনা বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন্ মূল ভাষা গোষ্ঠী থেকে সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি হয়েছে?
- ক. দ্রাবিড়
- খ. অস্ট্রিক
- গ. ইন্দো-ইউরোপীয়
- ঘ. সিনোটিবেটান।

২। সংস্কৃত ভাষা সরাসরি কোন ভাষা থেকে উদ্ভূত?
- ক. ভারতীয় আর্য ভাষা
- খ. ইন্দো-ইরানীয় ভাষা
- গ. দ্রাবিড় ভাষা
- ঘ. পাহলবী ভাষা।

৩। মূল রামায়ণ কোন্ ভাষায় রচিত?
- ক. বাংলা
- খ. তামিল
- গ. সংস্কৃত
- ঘ. হিন্দী।

৪। ভাষারীতির প্রধান রূপ কয়টি?
- ক. চারটি
- খ. দশটি
- গ. তিনটি
- ঘ. দুইটি।

পাঠ ১০.২

দেবনাগরী বর্ণমালা পরিচিতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দেবনাগরী বর্ণমালা কয় প্রকার ও কি কি তা বলতে পারবেন।
- দেবনাগরী লিপিতে লিখতে পারবেন।
- দেবনাগরী বর্ণে লেখা পড়তে সক্ষম হবেন।
- সংখ্যার প্রতীক চিহ্ন দেবনাগরীতে লিখতে ও পড়তে পারবেন।

দেবনাগরী বর্ণমালায় দুপ্রকারের বর্ণ রয়েছেঃ যেমন **স্বরবর্ণ** ও **ব্যঞ্জনবর্ণ**। স্বরবর্ণসমূহ নিজে নিজেই উচ্চারিত হতে পারে। কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণগুলো উচ্চারণের সময় স্বরবর্ণের সহায়তা নিতে হয়। নিম্নে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জন বর্ণ এবং সংখ্যাসূক চিহ্নগুলো দেওয়া হলঃ

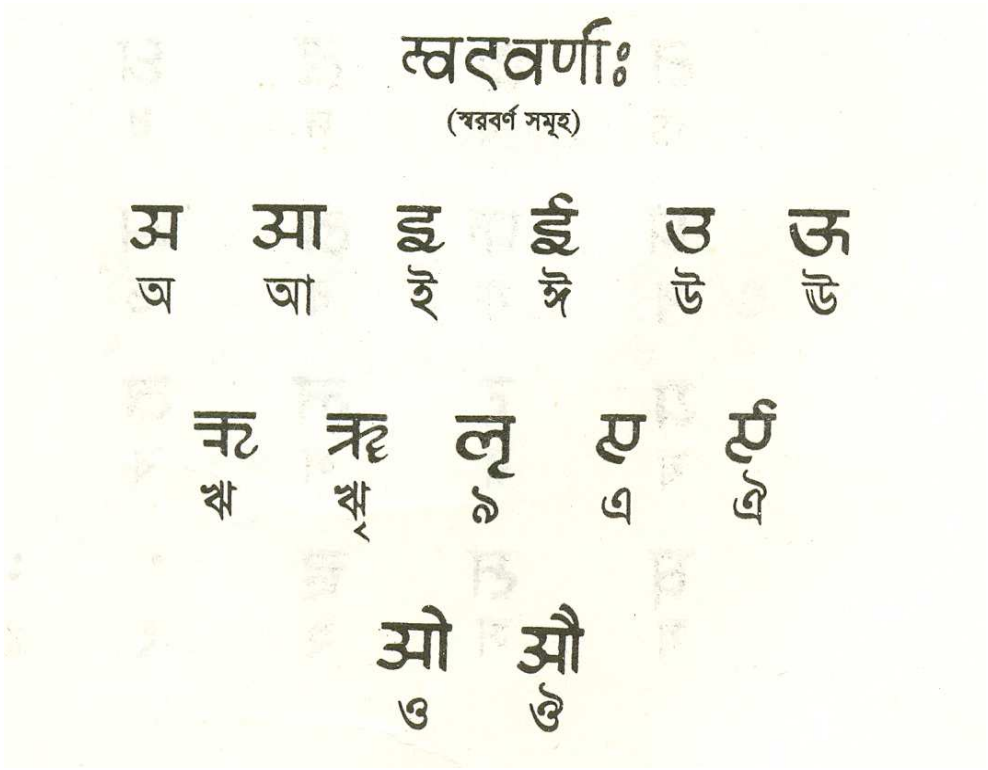

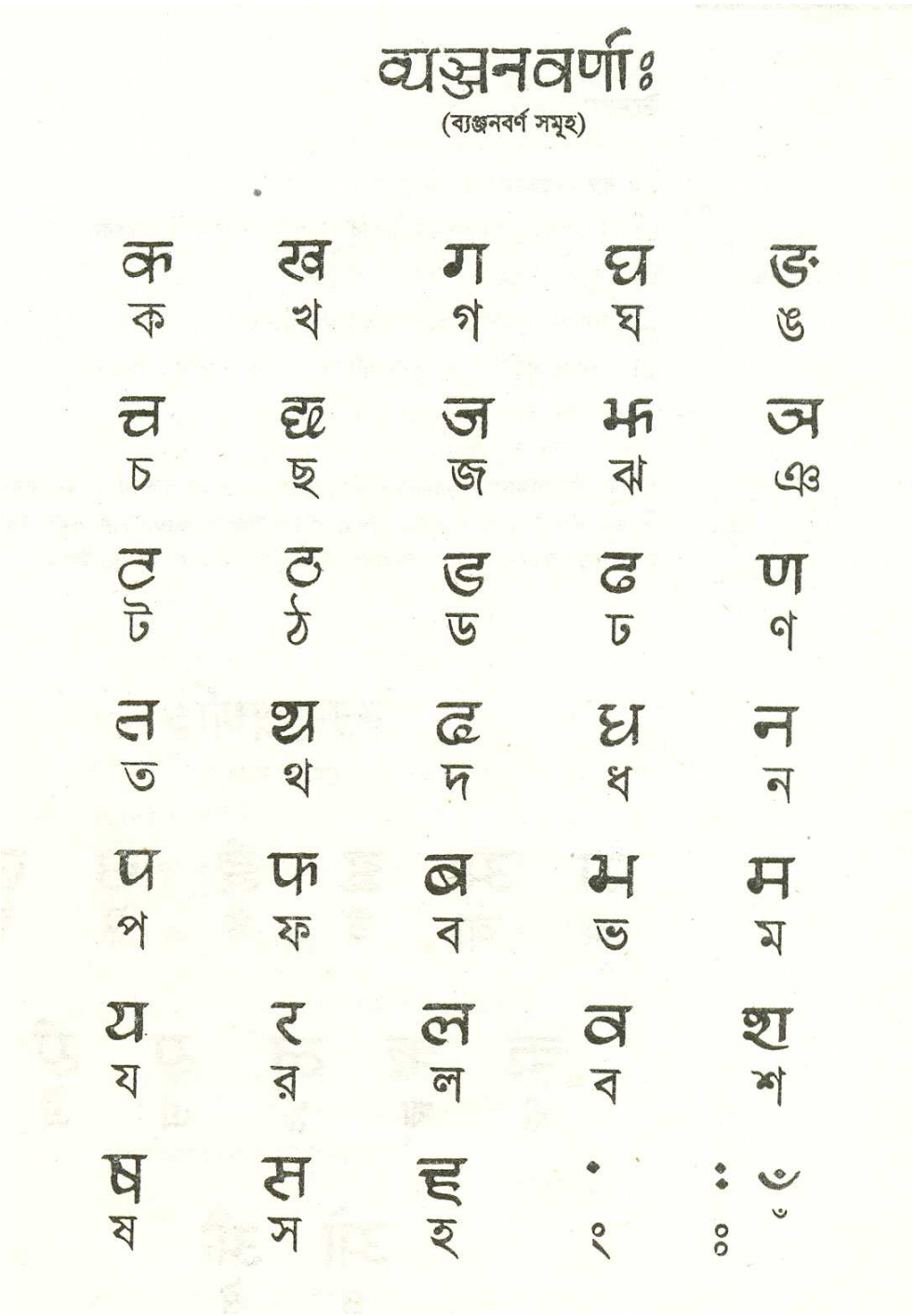
व्यञ्जनवर्णाः
(ব্যঞ্জনবর্ণ সমূহ)
क ख ग घ ङ
ক খ গ ঘ ঙ
च छ ज झ ञ
চ ছ জ ঝ ঞ
ट ठ ड ढ ण
ট ঠ ড ঢ ণ
त थ द ध न
ত থ দ ধ ন
प फ ब भ म
প ফ ব ভ ম
य र ल व श
য র ল ব শ
ष स ह ं ः ँ
ষ স হ ং ঃ ঁ

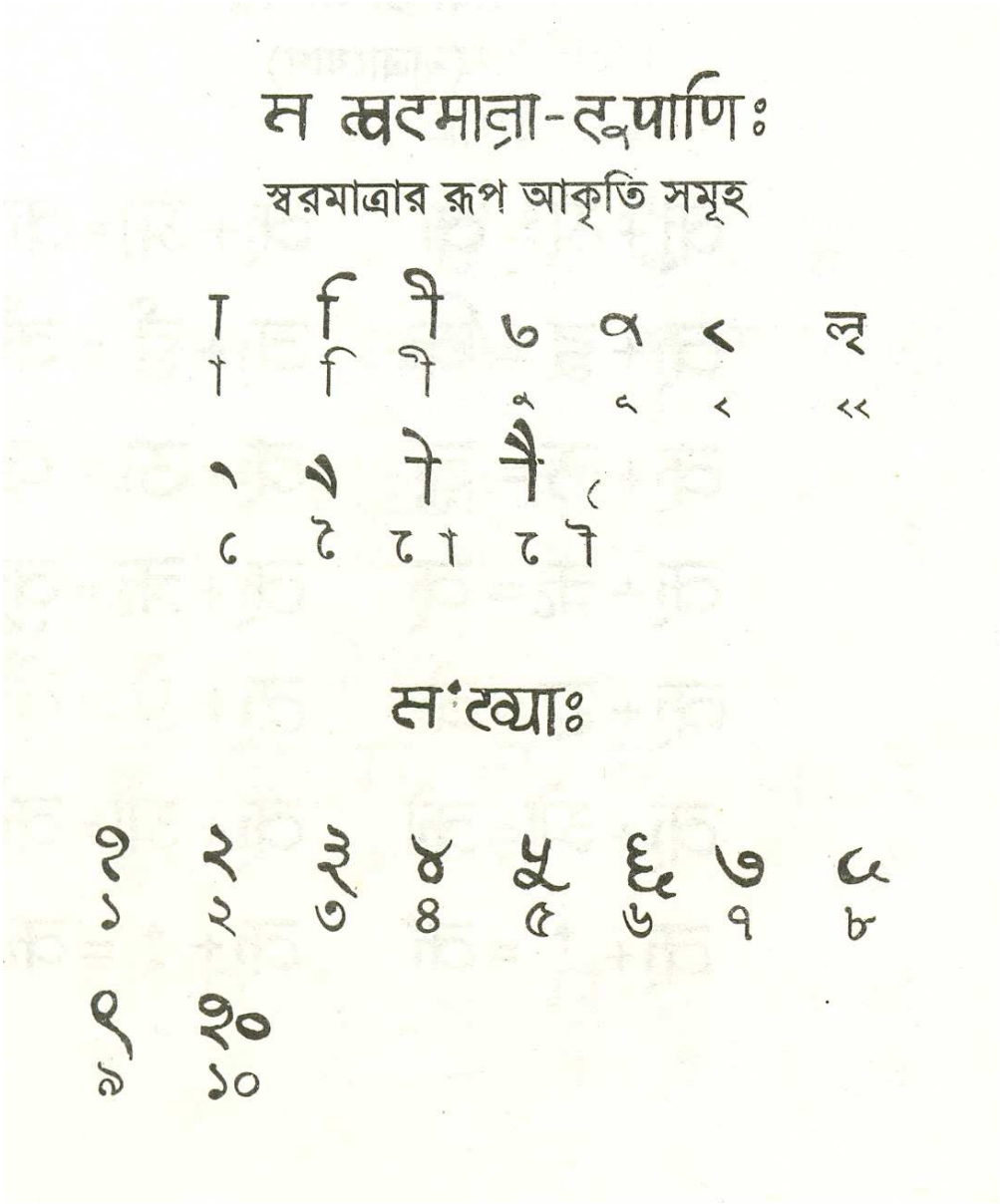
स्वरमात्रा-रूपाणिः
স্বরমাত্রার রূপ আকৃতি সমূহ
संख्याः

मात्रायोगः

(মাত্রাযোগ)

क्+अ=क	क्+आ=का
क्+इ=कि	क्+ई=की
क्+उ=कु	क्+ऊ=कू
क्+ऋ=कृ	क्+ॠ=कॄ
क्+ए=के	क्+ऐ=कै
क्+ओ=को	क्+औ=कौ
क्+ं=कं	क+ः=कः

संयुक्तवर्णाः
(সংযুক্তবর্ণসমূহ)

य-योगः (য-যোগ)

क्य	ख्य	ग्य	घ्य	च्य	छ्य	ज्य	ट्य	ठ्य	ड्य
ক্য	খ্য	গ্য	ঘ্য	চ্য	ছ্য	জ্য	ট্য	ঠ্য	ড্য
ढ्य	ण्य	त्य	थ्य	द्य	ध्य	न्य	प्य	फ्य	ब्य
ঢ্য	ণ্য	ত্য	থ্য	দ্য	ধ্য	ন্য	প্য	ফ্য	ব্য
भ्य	म्य	य्य	र्य	ल्य	व्य	श्य	ष्य	स्य	ह्य
ভ্য	ম্য	য্য	র‍্য	ল্য	ব্য	শ্য	ষ্য	স্য	হ্য

र-योगः র - যোগ বা র-ফলা - র = '্র' ফলা

क्र	ख्र	ग्र	घ्र	ज्र	त्र	द्र	
ক্র	খ্র	গ্র	ঘ্র	জ্র	ত্র	দ্র	
ध्र	प्र	ब्र	भ्र	म्र	श्र	स्र	ह्र
ধ্র	প্র	ব্র	ভ্র	ম্র	শ্র	স্র	হ্র

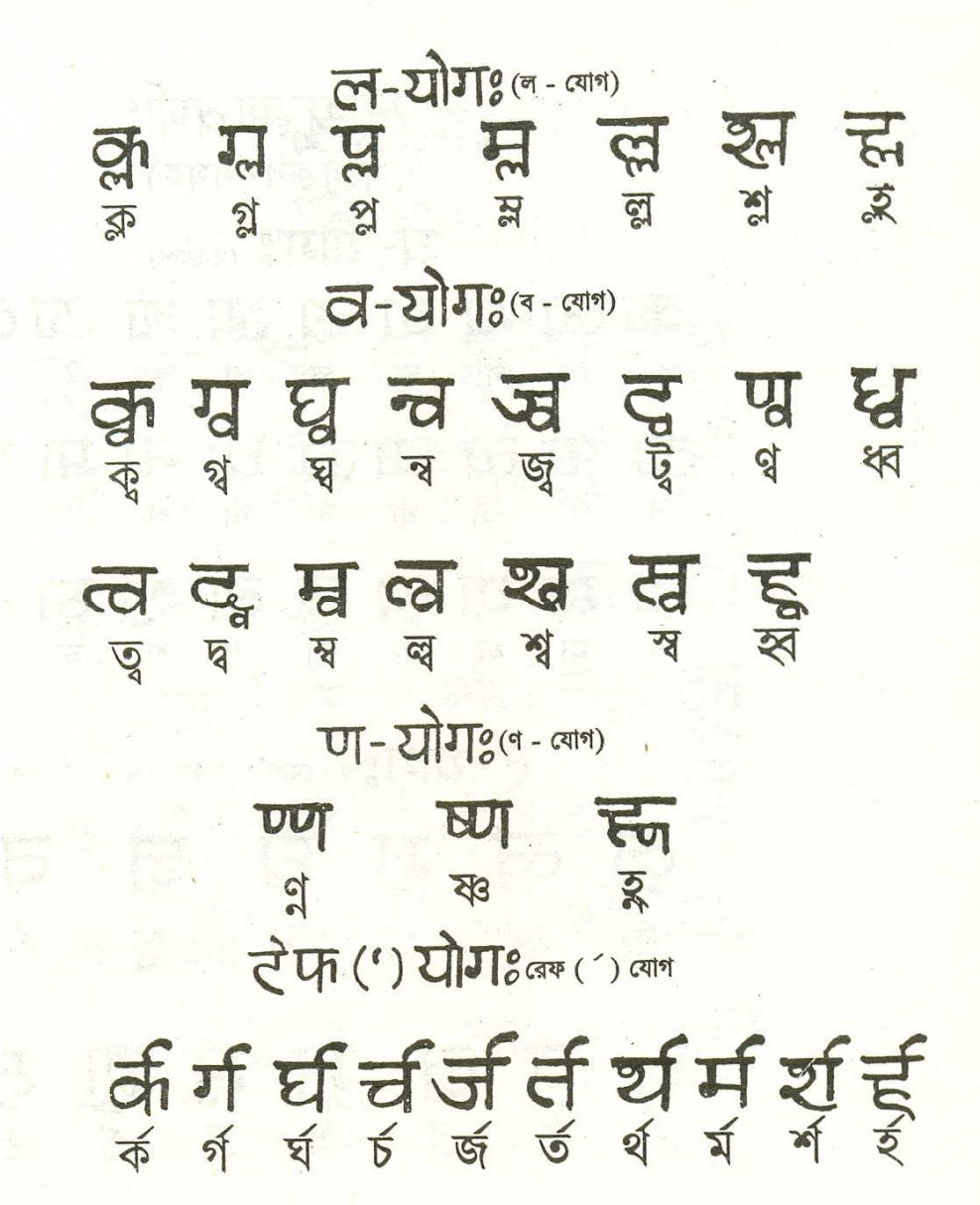

সারাংশ

[দেবনাগরী বর্ণমালার স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জণবর্ণের পরিচয় রয়েছে এ পাঠে। এ ছাড়া সংখ্যার প্রতীক চিহ্ন সহ কিছু যুক্তবর্ণ লেখার নমুনা দেওয়া হয়েছে]

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। দেবনাগরী বর্ণমালাকে কয় শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?
- ক. দুই শ্রেণিতে
- খ. তিন শ্রেণিতে
- গ. চার শ্রেণিতে
- ঘ. পাঁচ শ্রেণিতে।

২। দেবনাগরী লিপিতে 'বিদ্যালয়' শব্দ কোনটি?

- ক. देवालय
- খ. सेवालय
- গ. विद्यालय
- ঘ. नृत्यालय

৩। দেবনাগরী অক্ষরে লেখা শব্দটি বাংলায় লিখলে কি হবে?
- ক. পদ্মোদ্ভব
- খ. জলোদ্ভব
- গ. মনোদ্ভব
- ঘ. পুষ্পোদ্ভব।

৪। নিচের কোনটি ১৯৮৭ সাল?

- ক. १९५७
- খ. २९५६
- গ. १९८७
- ঘ. १९८४

পাঠ ১০.৩

সংস্কৃত ভাষায় সরল বাক্য প্রয়োগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- দেবনাগরী লিপিতে লেখা পড়তে পারবেন।
- সংস্কৃত সরল বাক্যের অর্থ বলতে পারবেন।
- নীলবর্ণশৃগালকথা গল্পটি বর্ণনা করতে পারবেন।
- দু-একটি সরল সংস্কৃত বাক্য গঠন করতে সমর্থ হবেন।

বিষয়বস্তু

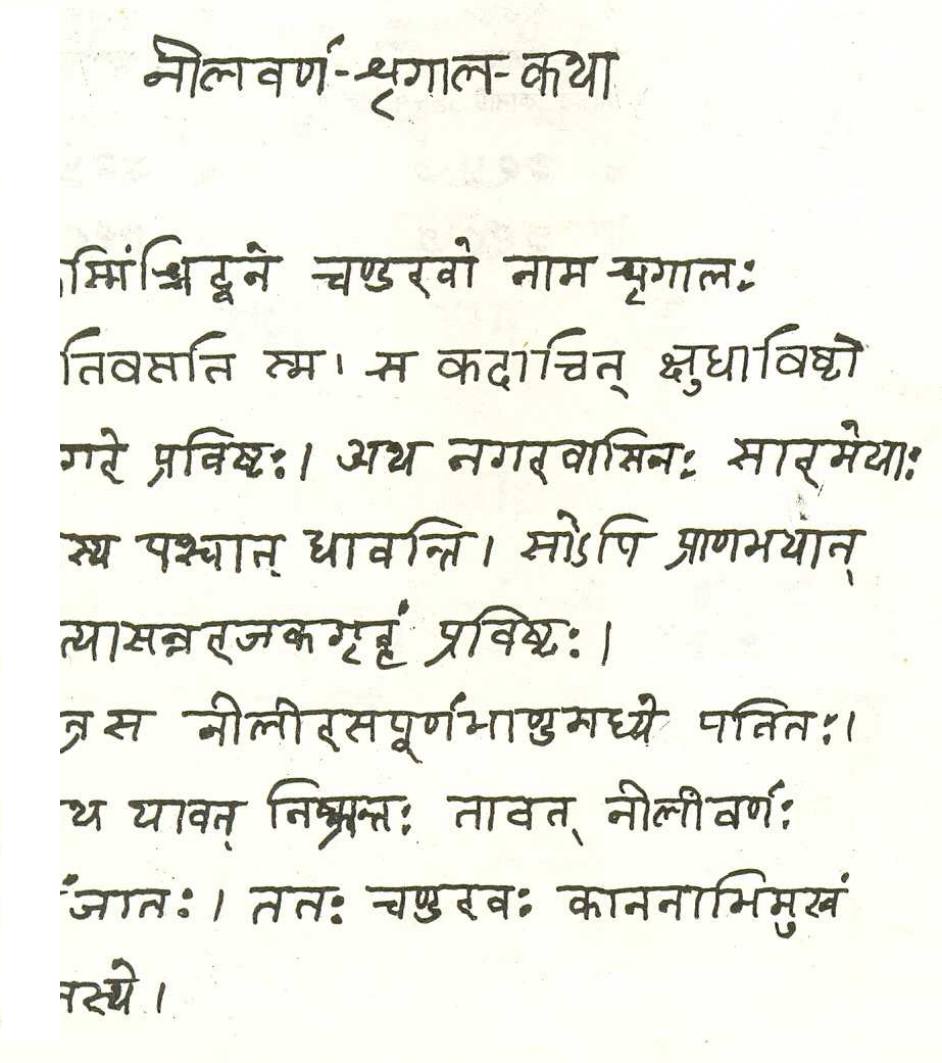

नीलवर्ण-शृगाल-कथा

स्मिंश्चिद्वने चण्डरवो नाम शृगालः
तिवसति स्म। स कदाचित् क्षुधाविष्टो
गरे प्रविष्टः। अथ नगरवासिनः सारमेयाः
स्य पश्चात् धावन्ति। सोऽपि प्राणभयात्
त्यासन्नरजकगृहे प्रविष्टः।
त्र स नीलीरसपूर्णभाण्डमध्ये पतितः।
थ यावत् निष्क्रान्तः तावत् नीलीवर्णः
ंजातः। ततः चण्डरवः काननाभिमुखं
स्थे।

अथ तं नीलीवर्णमवलोक्य सर्वे सिंहव्याघ्रप्रभृतयः भयव्याकुलचित्ताः पलायनक्रियां कुर्वन्ति। चणुरवोऽपि भयव्याकुलितान् तान् आह- 'भो भो श्वापदाः! न भेतव्यम्। अहं ककुदद्रुमो नाम श्वापदानां राजा।

तच्छ्रुत्वा सिंहव्याघ्रादयः श्वापदाः मृगान् व्यापाद्य तत्पुरतः प्रक्षिपन्ति। एकदा स राजा शृगालवृद्धस्य कोलाहलोऽ श्रावि। तं शब्दं श्रुत्वा पुलकिततनुरानन्दाश्रु-परिपूर्णनयन उत्थाय तारस्वरेण विरोतुमा-रब्धवान्। अथ ते सिंहादयः तं शृगाल-मिति ज्ञात्वा अघ्नन्।

<u>सारांशः</u> चणुरवः नाम कश्चित् शृगालः नीलीरस- पूर्णभाण्डे पतितः नीलीवर्णः सञ्जातश्च। स नीलवर्णशृगालः श्वापदानां राजा अभवत्। एकदा शृगालवृद्धस्य कोलाहलं श्रुत्वा स शब्दंमकरोत्। तत् शब्दं श्रुत्वा श्वापदाः तं शृगालं ज्ञात्वा अघ्नन्।

বঙ্গানুবাদঃ

নীলবর্ণশৃগালকথা

কোন এক বনে চণ্ডরব নামে এক শৃগাল বাস করত। সে একবার ক্ষধায় কাতর হয়ে নগরে প্রবেশ করল। তখন নগরবাসীরা আর কুকুরগুলো তার পশ্চাতে ধাবিত হল সেও প্রাণের ভয়ে নিকটস্থ এক ধোপার বাড়িতে ঢুকে পড়ল। সেখানে গিয়ে সে নীলগোলান-জল-ভর্তি একটি পাত্রের ভেতর পড়ে গেল। সেখান থেকে ওঠার পর তার গাত্রবর্ণ নীল হয়ে গেল। তারপর চণ্ডরব বনের ভেতর প্রবেশ করল।

তখন তার নীলবর্ণ দেখে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশুদের সকলে ভয়ে ব্যাকুল হয়ে পালাতে লাগল। চ ঁরব ভয়ার্ত পশুদের বলল-- 'ওহে, ওহে পশুরা, ভয় নেই। আমার নাম কুকুদদ্রুম, আমি পশুদের রাজা।

তা শুনে সিংহ-ব্যাঘ্রাদি পশুরা হরিণ শিকার করে তার সম্মুখে নিক্ষেপ করল।

একদা সেই রাজা শৃগালদের ডাকের শব্দ শুনতে পেল। সেই শব্দ শুনে পুলকিত শরীরে আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে উঠে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল। তখন সেই সিংহাদি পশুরা তাকে 'শৃগাল' জেনে হত্যা করল।

টীকা ও শব্দার্থঃ

কস্মিংশ্চিদ্বনে- কস্মিংশ্চিৎ+বনে। **চণ্ডরবো**- চণ্ডরবঃ- এর পরে ব্যঞ্জনবর্ণ 'নাম' এর 'ন' থাকাতে বিসর্গ (ঃ) 'ও'- কার হয়ে 'চণ্ডরবো' হয়েছে। **নগরবাসিনঃ**- নগরবাসীরা। **সারমেয়াঃ**- কুকুরগুলো। সারমেয়= কুকুর। **প্রাণভয়াৎ**- প্রাণের ভয়ে। **রজক**- ধোপা। **কানন**- বন। **প্রতস্থে**- প্রস্থান করল। **নীলবর্ণমবলোক্য**- নীলবর্ণম্ + অবলোক্য, নীল বর্ণ দেখে। **শ্বাপদাঃ**- পশুরা। **ন ভেতব্যম্**- ভয় নেই। **পুলকিত**- আনন্দিত। **তনু**- শরীর। **আনন্দাশ্রু**- আনন্দের ফলে যে কান্না আসে। **উত্থায়**- উঠে। **তারস্বরেণ**- উচ্চকণ্ঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন শব্দটি 'संस्कृत' শব্দটির বাংলা লিপিতে রূপান্তরিত রূপ?
- (ক) সংস্কৃতি
- (খ) সম্প্রতি
- (গ) সংস্কৃত
- (ঘ) সংস্কার।

২। अहं ककुद्द्रुमो नाम राजा এর অর্থ কি?
- (ক) আমি ককুদদ্রুম রাজা।
- (খ) আমি ককুদদ্রুম নামক রাজ।
- (গ) ককুদদ্রুম নামে এক রাজা।
- (ঘ) ককুদদ্রুম ছিলেন একজন রাজা।

৩। নীল বর্ণ শৃগালের নাম কি?
- (ক) চণ্ডীবর
- (খ) চণ্ডরব
- (গ) চণ্ডচূড়
- (ঘ) চক্রধর।

৪। তারপর চণ্ডবর বনে গিয়েছিল- এর সংস্কৃত অনুবাদ কোনটি?
- (ক) ततः चण्डरवः वनं गतः।
- (খ) अथ चण्डरवः वने अगच्छत्
- (গ) तदा चण्डरवेन वनं गतः।
- (ঘ) तदा चण्डरवः वनात् अगच्छत्।

আ) রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
(পাঠ- ১ থেকে সংক্ষেপে লিখুন)

২। হিন্দুধর্ম চর্চার জন্য সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান অপরিহার্য কেন?
(পাঠ- ১ দেখুন)

৩। বাংলা লিপিতে লেখা নিম্নলিখিত শব্দগুলো দেবনাগরী বর্ণে লিখুন।
(ক) শ্রীকৃষ্ণ (খ) ঈশান (গ) পুষ্প
(ঘ) অঞ্জন (ঙ) চন্দন (চ) সমাপ্ত
(পাঠ- ২ অনুসরণে লিখুন)

৪। 'নীলবর্ণ-শৃগাল-কথা' গল্পটি বাংলা ভাষায় বর্ণনা করুন।
(পাঠ- ৩ অনুসরণে লিখুন)

ই) সংক্ষেপে উত্তর দিন:

ক. প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার পরিচয় দিন। (পাঠ- ১ দেখুন)
খ. প্রধান ভাষারীতি দুটি কি কি? সংক্ষেপে বুঝিয়ে লিখুন। (পাঠ- ২ দেখুন)
গ. ১ থেকে ১০ পর্যন্ত দেবনাগরী লিপিতে লিখুন। (পাঠ- ২ দেখুন)
ঘ. শৃগাল কি করে নীলবর্ণের হয়ে গেল? (পাঠ- ৩ দেখুন)
ঙ. নীলবর্ণ-শৃগাল নিহত হল কিভাবে? (পাঠ- ৩ দেখুন)

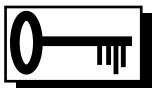

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১০.১
১. গ; ২. খ; ৩. গ; ৪.ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১০.২
১. ক; ২. গ; ৩. ঘ; ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১০.৩
১. গ; ২. ক; ৩. খ; ৪. ক